গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৪
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ গত ২৩/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ জনাব শামসুর রহমান শরীফ
মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।
তারিখঃ ২৩/০৮/২০১৬ খ্রিঃ
সময়ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভায় মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে দেয়া হলো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমোদনক্রমে যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ২টি কারিগরি প্রকল্পসহ মোট ১০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ১০টি (বিনিয়োগ ও কারিগরি) প্রকল্পের অনুকূলে ৮১.৭৪ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ২৪৫.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অত:পর তিনি বিগত ৩(তিন) অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র সভায় উপস্থাপন করেন। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গত ৩ বছরের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রয়েছে ২৪৫.২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে জিওবি ১৬৩.৫৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮১.৭৪ কোটি টাকা।
তিনি গত ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক, ডিএলএমএস বলেন, বিগত সভার কার্যবিবরণীতে উক্ত প্রকল্পের আলোচনায় "মোট ৮৮ কোটি টাকার ৪৯টি আইটেম ক্রয়ের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হলেও ২৬টি আইটেমে Country of Origin নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও সিপিটিইউ এর মতামতের ভিত্তিতে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল" মর্মে উল্লেখ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে "মোট ৮৮.৪৩ কোটি টাকার ৫৫টি আইটেম ক্রয়ের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হলেও ২৬টি আইটেমে Country of Origin নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও সিপিটিইউ এর মতামতের ভিত্তিতে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল" মর্মে সংশোধনের জন্য প্রস্তাব দেন। এছাড়া, গত সভার কার্যবিবরণীর ওপর অন্য কারো কোন মন্তব্য না থাকায় প্রকল্প পরিছালক, ডিএলএমএস এর মতামতের ভিত্তিতে সংশোধনীসহ তা দৃঢ়করণ করা হয়। অত:পর প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করার জন্য যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন)কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

১.গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (Climate Victim Rehabilitation Project) প্রকল্পঃ

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৪৮.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং ১ম কিস্তি বাবদ ১২.১৪৭৫ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, চলতি অর্থ বছরে সর্বমোট ১৫ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সেপ্টেম্বর'১৬ এর মধ্যে ১ম কিস্তির অর্থ বাবদ ৫০০টি গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ, ৮টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, ৬টি ঘাটলা নির্মাণ, ১০১টি নলকূপ স্থাপন, ৩টি গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুতায়ন এবং ৫০০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে দলিল হস্তান্তর করা হবে। অক্টোবর'১৬ এর মধ্যে ২য় কিস্তির অর্থ বাবদ ৫৫০টি গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ, ১০টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, ৭টি ঘাটলা নির্মাণ, ১০৩টি নলকূপ স্থাপন, ৫টি গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুতায়ন এবং ৫৫০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে দলিল হস্তান্তর করা হবে। জানুয়ারি'১৭ এর মধ্যে ৩য় কিস্তির অর্থ বাবদ ৫৫০টি গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ, ৭টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, ২টি ঘাটলা নির্মাণ, ৯৯টি নলকূপ স্থাপন এবং ৫৫০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে দলিল হস্তান্তর করা হবে। তাছাড়া, এপ্রিল'১৭ এর মধ্যে ৪র্থ কিস্তির অর্থ বাবদ ৫০০টি গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ, ৭টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, ৭৭টি নলকূপ স্থাপন এবং ৫০০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে দলিল হস্তান্তর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি বলেন, চলতি অর্থ বছরে ২টি গাড়ি ক্রয়, ১টি লিফট ও জেনারেটর ক্রয়, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সফটওয়্যার, অফিস সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মোট ১৮০.০২ লক্ষ টাকা ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আরো ৪০ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি'র ওপর গত ৩/৮/১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রি-এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় চলমান এডিপিতে যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার দ্বারা মাত্র ২০০০ ভূমিহীন পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হবে। সংশোধিত ডিপিপি'র প্রস্তাব অনুমোদিত হলে লক্ষ্যমাত্রা বেড়ে ১৫,০০০ এ উন্নীত হবে। এ জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। এ প্রসঙ্গে উপ প্রধান বলেন, আরএডিপিতে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করা যাবে। সভাপতি

বলেন, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ভূমি জোনিং প্রকল্পের মতো এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি বিভাগে জেলা প্রশাসক, ইউএনও, এসি(ল্যান্ড) ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা আনয়নের লক্ষ্যে আলোচনা সভা করা যেতে পারে। তাছাড়া, সর্বনিম্ন ১০ শতক সরকারি খাস জমির মধ্যে ৪ টি গৃহ নির্মাণ করে একটি সাব-গুচ্ছগ্রাম নির্মাণের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসকদের বলা যেতে পারে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় কর্ম পরিকল্পনা, ক্রয় সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালককে তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) ৫০ হাজার ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে প্রণীত সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগে জেলা প্রশাসক, ইউএনও, এসি(ল্যান্ড)দের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(গ) প্রকল্পের আওতায় কর্ম পরিকল্পনা, ক্রয় সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক)।

২. Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System) প্রকল্প:

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৮৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ১১.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৫.০০ কোটি টাকা। সভাপতি বলেন এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কর্ম পরিকল্পনা, ক্রয় সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, মোট ৮৮.৪৩ কোটি টাকার ৫৫টি আইটেম ক্রয়ের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হলেও ২৬টি আইটেমে Country of Origin নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও সিপিটিইউ এর মতামতের ভিত্তিতে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গত ২৩/০৬/২০১৬ তারিখে সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদন করে। পরবর্তী ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে contract award দেয়া হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ৩১ আগস্ট'১৬ এর মধ্যে ৩৪টি আইটেম সরবরাহ করবে বলে জানিয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এসি(ল্যান্ড), ইউএনও এবং জেলা প্রশাসকের কর্মকর্তাদের সাথে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে। তাছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৭৫৩০.০০ লক্ষ টাকা ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সচিব বলেন, কোন কোন যন্ত্রপাতি কখন আসবে এবং তা কখন থেকে চালু করা হবে সে সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট কর্ম পরিকল্পনা আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক এ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় ৬৫ লক্ষ খতিয়ান স্ক্যান করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে ১.৪৪ কোটি খতিয়ান স্ক্যান করা হয়েছে। ১৮,৫০০টি ম্যাপসীট স্ক্যানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯,৭০৬টি ম্যাপসীট স্ক্যান করা হয়েছে। ডাটা সেন্টারের ৩৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে একটি ডাটা রিকভারি সেন্টার স্থাপনের জন্য জায়গা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্রের মধ্যে ২টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকিগুলোর installation এর কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপ প্রধান প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হলে বাকি অর্থ আরএডিপিতে বরাদ্দের প্রয়োজন হবে কিনা সে সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক এর নিকট জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, অবশিষ্ট অর্থ প্রয়োজন হবে না। উপ প্রধান বলেন, অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন না হলে তা যথাসময়ে সমর্পণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্রের আইটি যন্ত্রপাতি পরিচালনা করার জন্য সেবা ক্রয় করতে হবে। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া, প্রকল্প সমাপ্ত হলে এ সকল ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্রগুলো কাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে এ বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক বলেন, সেবা ক্রয়ের প্রস্তাব ২ মাস আগে এডিবিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও অনুমোদন/মতামত পাওয়া যায়নি। ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে ২৪ মাস ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সেবা দিবে মর্মে প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীতে নিয়োগকৃত জনবলের মাধ্যমে ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করা হবে। লোক নিয়োগের বিষয়েও প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড বলেন, প্রতিটি অফিসে আইটি সেল গঠন করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। আইটি সেলের কার্যক্রমের সাথে এ বিষয়টি সংযুক্ত করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি নির্ধারিত মেয়াদে এ প্রকল্পটি সমাপ্ত করার জন্য ক্রয় কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা, ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্রে সেবা ক্রয়, প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৪ মাস সেবা প্রদানকালীন সময়ে তাদেরকে কীভাবে অর্থ পরিশোধ করা হবে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী রাজস্ব খাতে জনবলের পদ সৃষ্টি এবং জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) কার্যাদেশ প্রদানকৃত ৫৫টি আইটেমের মধ্যে কোনটি কখন সরবরাহ করা হবে, কখন ইনস্টোলেশন সম্পন্ন হবে এবং টেস্টিং হবে এর বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এক সপ্তাহের মধ্যে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

(খ) নির্ধারিত মেয়াদে এ প্রকল্পটি সমাপ্ত করার জন্য ক্রয় কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক সকল কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(গ) ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য সেবা ক্রয় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে(কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক)।

৩. Capacity Building and Supporting the Implementation Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System) প্রকল্প:

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ১.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ০.৫২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.৫৩ কোটি টাকা। সভাপতি, প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় কোন ক্রয় কার্যক্রম নেই। মূল প্রকল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য এবং পরামর্শকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ করার জন্য এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সচিব মূল প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিবেচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ নির্ধারণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৪. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians Project) প্রকল্পঃ

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) ও প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৩০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সভাপতি, এ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। জুলাই'১৬ পর্যন্ত ৭০,১২,৯৯০টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম হতে সফ্টওয়্যার সরবরাহ করা হয়। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ৫৫টি জেলায় ব্যাচ এন্ট্রির মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি শুরু করা হয়েছে। ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সকল জেলায় প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার সরবরাহ করা হয়েছে। এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় ৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমের সংশ্লিষ্ট ২৭৫ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৫. Strengthening Access to Land and Property Rights for all Citizens of Bangladesh প্রকল্পঃ

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ১০.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ৪.৪৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬.০০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে মর্মে উল্লেখ করে সভাপতি এ প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পে মোট ৫টি কম্পোনেন্ট রয়েছে। খসড়া জাতীয় ভূমি নীতির ওপর জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে জুলাই' ১৬ পর্যন্ত ১৪টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৫টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৬ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করে জাতীয় ভূমি নীতি চূড়ান্ত করা হবে। উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলোতে Integrated Digital Land Management System(IDLRS) সফটওয়্যারটি সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিজিটাল জরিপ কাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, সেপ্টেম্বর'১৬ এর মধ্যে জরিপের বিভিন্ন পদ্ধতি, ব্যয়, সঠিকতা পরিমাপ এবং জরিপের পদ্ধতি নির্বাচন করা হবে। তাছাড়া, ৩টি উপজেলার সার্ভে পার্সেল ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। খানাপুরী কাম বুঝারত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে ৬৯টি মৌজায়, এটেস্টেশন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে ৯১টি মৌজায়, ডিপি কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে ৯১টি মৌজায়, আপত্তি কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে ১০৪টি মৌজায়, আপীল কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে ৫০টি মৌজায়, চূড়ান্ত যাঁচ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে ৫০টি মৌজায়, খতিয়ান ডাটা এন্ট্রি কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে ৫০টি মৌজায় এবং চূড়ান্ত প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে ৫০টি মৌজায় । গত ২০১৫-১৬ মাঠ মৌসুমে জামালপুরে ৪৫টি, আমতলীতে ১৭টি এবং মোহনপুরে ২৭টি মোট ৮৯টি মৌজার মধ্যে জামালপুরে ২২টি, আমতলীতে ৫টি এবং মোহনপুরে ৯টি মোট ৩৬টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া, আমতলী উপজেলার অবশিষ্ট ২০টি, মোহনপুরে ১৩৭টি এবং জামালপুরে ২১৯টি মোট ৩৭৬টি মৌজায় অর্থোফটো প্রযুক্তি ব্যবহার করে Unmaned Arial Vehical(UAV) এর মাধ্যমে তথ্যাদি নিয়ে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবার্চন করা হয়েছে। Unmaned Arial Vehical(UAV) পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত থাকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরো বলেন, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং সহকারী কমিশনার(ভূমি) এ তিনটি অফিসের মধ্যে কানেকটিভিটি স্থাপনের জন্য Integrated Digital Land Management System (IDLRS) সফটওয়্যারটি গত ৩ মে ২০১৬ তারিখে মনিরামপুর উপজেলায় উদ্বোধন করা হয়েছে। জামালপুর ও আমতলীতে আইডিএলআরএস কানেকটিভিটি স্থাপন করা হয়েছে। সাব-রেজিস্ট্রার অফিস হতে দলিল স্ক্যান করে পাঠানো হচ্ছে তবে সাধারণ জনগণ মিউটেশনের ওপর গুরুত্বারোপ করছে না। এ প্রসঙ্গে সচিব বলেন, মিউটেশনের জন্য সাধারণ

জনগণের নিকট হতে কোন পর্যায়ে সরকারি ফি আদায় করতে হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এসি(ল্যান্ড)দের নিকট হতে প্রতিবেদন গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, উক্ত প্রকল্পের ১ম সংশোধন পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে, অনেক প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক কোডে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি। আবার এমন কিছু অর্থনৈতিক কোডে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যেখানে অর্থ ব্যয় করার কোন সুযোগ নেই। তাই প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে অন্ত:খাত সমন্বয়ের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে উপ প্রধান বলেন, পরিপত্র অনুযায়ী প্রথমবার অন্ত:খাত সমন্বয় 'বিশেষ বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশক্রমে মাননীয় মন্ত্রী অনুমোদন করতে পারেন। সভাপতি, প্রকল্পের অন্ত:খাত সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম যথাসময়ে যথাযথভাবে সম্পাদন করার নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) জুন ২০১৭ মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে বিধায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম যথাসময়ে যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৬. স্ট্রেনদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্প:

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৪.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে মর্মে উল্লেখ করে সভাপতি উক্ত প্রকল্পের অগ্রগতি, কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পটি মুলত: সেটেলমেন্ট প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৩টি মধ্যম ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার, ২০টি কম্পিউটার এবং ৫০টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেজার প্রিন্টার সংগ্রহ করা হয়েছে। ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য কম্পিউটার টু প্লেট(সিটিপি)সহ এক সেট বাই-কালার অফসেট ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য ৫টি রাগ্‌ড নোটবুকসহ মোট ২০(বিশ) সেট Electronic Total Station(ETS) with its related accessories সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, চলতি অর্থ বছরে ৯টি (পণ্য) ও ১টি সেবাসহ মোট ১০টি ক্রয় কার্যক্রম রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ১০টি Electronic Total Station(ETS) এবং ৪টি সফটওয়্যার ক্রয় করা হবে এবং ১০ জন সার্ভেয়ারকে ভারতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় গাড়ি ক্রয়ের বিষয়ে সচিব জানতে চাইলে তিনি বলেন, গত অর্থ বছরে গাড়ি ক্রয়ের সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র লেখা হলেও অর্থ মন্ত্রণালয় উক্ত গাড়ি সংস্থার টিওএন্ডই তে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় অনুমোদন দেয়নি। এ প্রসঙ্গে সচিব বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় গাড়ি ক্রয়ের বিষয়ে এখন থেকেই কার্যক্রম শুরু করতে হবে। সভাপতি, প্রকল্পের গাড়ি ক্রয় এবং অবশিষ্ট ক্রয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) জুন ২০১৭ মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে বিধায় প্রশিক্ষণসহ প্রকল্পের অবশিষ্ট ক্রয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) এ প্রকল্পের আওতায় গাড়ি ক্রয়ের বিষয়ে এখন থেকেই কার্যক্রম শুরু করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৭. National Land Zoning Project (2nd phase) প্রকল্প:

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৭.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে শেষ হবে উল্লেখ করে সভাপতি এ প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, অক্টোবর হতে ডিসেম্বর'১৬ এর মধ্যে ২৫টি উপজেলায় Validation Workshop সম্পন্ন করা হবে, সেপ্টেম্বর'১৬ এর মধ্যে ২৫ টি উপজেলায় খসড়া ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Land Zoning Map প্রণয়ন করা হবে, ডিসেম্বর'১৬ এর মধ্যে ৯১টি উপজেলায় খসড়া ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Land Zoning Map মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হবে, অক্টোবর'১৬ হতে জানুয়ারি'১৭ এর মধ্যে ১০টি উপজেলায় উপকূলীয় অঞ্চলের ১০টি উপজেলা রিজিট এবং উপজেলা ভূমি জোনিং ম্যাপ সহ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মুদ্রণ করা হবে, এপ্রিল'১৭ এর মধ্যে ১৩৬টি উপজেলায় বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Land Zoning Map বিতরণ করা হবে, জুন'১৭ এর মধ্যে ১৩৬টি উপজেলায় জাতীয় ভূমি জোনিং (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় প্রণীত উপজেলা ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও ম্যাপ Formating করে প্রকল্পের ওয়েব সাইটে আপলোড করা হবে এবং জুন'১৭ এর মধ্যে জাতীয় ভূমি জোনিং ডাটাবেজ (National Land Zoning Data Base and Information System) গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ৪টি (পণ্য) ক্রয় কার্যক্রম রয়েছে। তাছাড়া, পার্বত্য জেলা সমূহের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে এবং দ্রুত মাঠ পর্যায়ের কাজ শেষ করার কর্ম-পরিকল্পনা রয়েছে। সভাপতি চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) জুন ২০১৭ মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে বিধায় এ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৮. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) ১ম সংশোধিত প্রকল্প:

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ০.৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ০.৪৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.২১ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে ভূমি বন্দোবস্ত উপদেষ্টা বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে কোন ক্রয় কার্যক্রম নেই। মাঠ পর্যায়ে প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ৯৪% এবং কিছু জায়গার প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম আইনি জটিলতার কারণে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তবে এ জন্য প্রকল্পের কার্যক্রমে কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়া, চলতি অর্থ বছরে ৫ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি, এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ চলতি অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) চলতি অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

৯. উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প:

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৩৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সভাপতি এ প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, চলতি অর্থ বছরে ১০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া, গত অর্থ বছরের ২৯৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ৮০% নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১০৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ঠিকাদারদের অর্থ পরিশোধ করতে হলে এ অর্থ বছরে সর্বমোট ২২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। এ প্রসঙ্গে উপ প্রধান বলেন মাননীয় মন্ত্রী আধা-সরকারি পত্রের মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদকে তার "থোক বরাদ্দ" থেকে বিবেচ্য প্রকল্পের জন্য আরএডিপি'র পূর্বেই অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানাতে পারেন। সংশোধিত এডিপিতে এছাড়াও অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া যাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া, ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করতে হলে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। উপজেলা ভূমি অফিসের নক্সা চূড়ান্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সচিব বলেন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় বাস্তবায়ন পর্যায়ে গিয়ে সেগুলোতে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিবেচ্য প্রকল্পের জন্য জনবল, প্রকল্প পরিচালকের জন্য অফিস এবং ভ্রমণ ভাতা খাতে বরাদ্দের সংস্থান না থাকায় এখন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে অনেক সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাছাড়া, ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পেও একই ধরণের সমস্যা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, প্রকল্পের এ সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে একটি সভা আয়োজন করতে হবে। প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, প্রকল্পের অফিসের সংস্থান, উপজেলা ভূমি অফিসের নক্সা চূড়ান্ত করে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) "উপজেলা ভূমি অফিসের নক্সা প্রণয়ন" ও "ভূমি ভবন" বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনার জন্য ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে একটি সভা আয়োজন করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, প্রকল্পের অফিসের সংস্থান, প্রকল্প পরিচালকের জন্য প্রকল্প ভাতার সংস্থান এবং উপজেলা ভূমি অফিসের নক্সা চূড়ান্ত করে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর)।

(গ) প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর বরাবর আধা-সরকারি পত্র লিখতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রধান)।

১০. ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পঃ

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, গত ২২/১২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। একনেক সভায় এ প্রকল্পে সোলার সিস্টেম সংযুক্তি, নিজস্ব ড্রেনেজ ও পয়ঃনিষ্কাশন, পর্যাপ্ত ভেনটিলেশন, রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং এর ব্যবস্থা সংযুক্ত করে ভবনের ডিজাইন পরিবর্তন করে পরিকল্পনা মন্ত্রীর নিকট হতে অনুমোদন নিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ২৮/০৩/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৪/০৫/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠিত ডিপিপি'র উপর কিছু মতামত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেছে এবং পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছে। গত ৩১/০৭/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। গত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি, পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (কার্যার্থেঃ প্রধান প্রকৌশলী গণপুর্ত বিভাগ ও মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর)।

৩। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ওপর আলোচনাঃ

যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৪ নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুন প্রকল্পগুলো অনুমোদনের বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে সকলের অবগতির জন্য সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	
১.	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প	গত ২০/০৬/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	কারিগরি প্রকল্প	
৩.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প	কোরিয়া সরকারের সাথে এ প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ প্রকল্পের ডিপিপি তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ০৪/০৮/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	সেক্টর ঃ পানি সম্পদ	
৪.	জেলা পর্যায়ে একটি করে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং সায়রাত মহালের ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য এলজিইডিকে পত্র দেয়া হয়েছে।
৫.	উপজেলা পর্যায়ে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডকে গত ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	
৬.	ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প	গত ০১/০৬/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। একনেক সভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৭.	Vertical Extension of Land Administration Training Centre (LATC) Hostel Bhaban from 5th to 11th floor	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পিইসি ও ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে গত ১৩/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৮.	ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। যাচাই বাছাই কমিটির সভা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রিকাস্ট ডিপিপি প্রেরণের জন্য প্রকল্প প্রকৌশলীকে বলা হয়েছে।
৯.	২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ০৩/০৩/২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১০.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীনে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ০৩/০৩/২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১১.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে গত ০৩/০৩/২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১২.	উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস সমূহে স্থাপিত রেকর্ডরুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডকে গত ২৪/০৫/২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩.	বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পরিচালক, ভূমি

		প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলজিইডিকে গত ০৯/০২/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত রেকর্ডরুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডকে গত ২৪/০৫/০২০১৬ ও ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৯/২০১৬
(শামসুর রহমান শরীফ)
মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়